স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনে মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাংলাদেশ বিশ্বে এগিয়ে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

জাতীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আজ শনিবার ১৫ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউর বহির্বিভাগে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, শিশু অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, শিশু বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ ইমনুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক, উক্ত বিভাগের আরপি সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ কবির হোসেন, সহকারী পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. মোঃ আসলাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনে মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অনেক দেশ থেকে এগিয়ে রয়েছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণেই বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচীসহ জাতীয় ভিটামিন ক্যাম্পেইন শতভাগ সফল হয়েছে। যা সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি অনুসরণীয় উদহারণ। জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ এর সফলতা কামনা তিনি বলেন, ভিটামিন এ ক্যাপসুল অন্ধত্ব প্রতিরোধে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। প্রতি ৬ মাস পর পর এই ক্যাপসুল শিশুদের খাওয়ালে শিশুরা রাতকানাসহ অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। আজকে যেসকল অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের এ ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই এবং ছয় মাস পরে তাদের সন্তানদের নিয়ে আবারও আসবেন আমরা সেই অপেক্ষা থাকব।

আজকের ক্যাম্পেইনে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদেরকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এবং ১ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের একটি কেও লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।